R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

স্থান পরিবর্ত্তন
রঘুনাথগঞ্জের প্রসিদ্ধ কাপড়ের দোকান **এম. পি. বস্ত্রালয়** বর্তমানে বাজারপাড়া বাঁধা ঘাট থেকে পূর্ববর্তী মিতালী সিনেমার সম্মুখে স্থান পরিবর্ত্তন করেছে। বর্ত্তমানে নতুন দোকান থেকে বেচাকেনা চলছে।

৮০শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০১ সাল
৪ঠা মে, ১৯৯৪ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ সরবরাহের ভার পায় ভুতুড়ে এজেন্সী

বিশেষ সংবাদদাতা : স্থানীয় হাসপাতাল সুপার গত ১১ মার্চ মডার্ণ মেডিক্যাল এজেন্সী নামে একটি ভুতুড়ে এজেন্সীকে লক্ষাধিক টাকার ওষুধ সরবরাহের ভার দেন। খবর, এই এজেন্সীর কর্তা হলেন হাসপাতালের ক্লার্ক মহঃ সানাউল্লার ভাই মহঃ সহিদুল্লাহ। এ নামের কোন এজেন্সী রঘানাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুর শহরে নেই। অনুসন্ধানে জানা যায় আইলের উপর গ্রামের ভিতরে একটি ছোট্ট বাড়ীর ততোধিক ছোট একটি ঘর নাকি এই এজেন্সীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সংস্থাটিকে ওষুধ বিক্রি করতে বা খোলাখুলি ব্যবসা চালাতে দেখা যায় না। এ থেকে মনে করা যায়, স্থানীয় হাসপাতালের লোকাল পারচেজের প্রয়োজনেই এর ভূতুড়ে অস্তিত্ব বজায় আছে। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, হাসপাতালের হেড ক্লার্ক কাম-ক্যাশিয়ার জয়ন্ত সরকারের জামাই দীপক সরকারের ভাই এর নামে যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য একটি টেন্ডার জমা পড়ে গত ৫ মার্চ এবং বাসনপত্র কেনার জন্য ঐ একই নামে গত ১৫ মার্চ আর একটি টেন্ডার জমা দেওয়া হয়। প্রথমটি ৭ মার্চ এবং দ্বিতীয়টি ১৫ মার্চ মঞ্জুর হয়। এই টেন্ডার দুটি চুপেচাপে মঞ্জুর করেন হাসপাতাল সুপার। এই সব ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে হাসপাতালের কিছু কর্মী সুপারকে চেপে ধরলে তিনি বলেন এ ব্যাপারে তিনি কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁকে দিয়ে সুকৌশলে এই মঞ্জুরী সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। খবর এ সব ষড়যন্ত্রে কোঅর্ডিনেশন কমিটির নেতা গোছের কিছু সদস্য এবং হাসপাতাল কর্মী জড়িত আছেন। জয়ন্তবাবু হেড ক্লার্ক কাম-ক্যাশিয়ার হওয়ায় তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করার সুবিধাও রয়েছে। আরও জানা যায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

ওভারল্যাণ্ডের এম ডির গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে অফিসগুলোতে অচলাবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা : তমলুকের জনৈক আমানতকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কলকাতায় গত ২৯ এপ্রিল ওভারল্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অজিত ভাওয়ালকে গ্রেপ্তার করে বলে খবর। এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জে কর্মী মহলে চাঞ্চল্য দেখা দেয় ও ভাওয়ালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবীতে অফিস-গুলি বন্ধ হয়ে যায়। ধুলিয়ান ও ফরাক্কায় ওভারল্যান্ড অফিস সেদিন খোলা ছিল বলে জানা যায়। আমানতকারীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা যায়। উল্লেখ্য এর কয়েকদিন পূর্বে ওভার-ল্যান্ড উঠে যাচ্ছে গুজব উঠায় স্থানীয় অফিসগুলিতে আমানতকারীদের উদ্বিগ্ন হয়ে উপস্থিত হতে দেখা যায়। অবশ্য কর্মীরা আমানতকারীদের মোকাবিলা করেন ও তাঁদের প্রাপ্য টাকা যতটা সম্ভব দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে আমানতকারীদের আস্থা ফিরে এলেও হঠাৎ ভাওয়ালের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে সেই আস্থায় চিড় ধরে এবং উদ্বিগ্ন আমানতকারীদের পুনরায় অফিসে অফিসে ভিড় করতে দেখা যায়। অন্যদিকে কর্মীরাও অফিস খুলে রাখতে সাহস করছেন না। হেড অফিস থেকেই তাঁদের লেনদেনের টাকা আসে। সেক্ষেত্রে অজিত ভাওয়ালের গ্রেপ্তারে টাকা পয়সা শাখা অফিসে আসার অনিশ্চতা দেখা দিতে পারে বলে কর্মীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে শাখা অফিসের (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

বিশেষ প্রতিবেদক : পঃ বঙ্গ জমি ফেরৎ আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী স্পেশাল অফিসার ভূমি সংস্কার বিভাগের কাছে আবেদন করলে আর্থিক দুরবস্থায় যাঁরা জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা জমি ফেরৎ পাবেন স্থির হয়। অবশ্য সে বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপীল করা যাবে রায় বার হওয়ার এক মাসের মধ্যে। সময় সীমা পার হয়ে গেলে আপীল আইনানুয়ায়ী গ্রাহ্য হবে না এটাই আইনের ধারা। কিন্তু স্থানীয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

ওয়াকফ সম্পত্তিতে ইঁট ভাটার কাজ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জ্ঞাতসারেই কৃষি জমিতে ইঁট ভাটার জন্য বেআইনীভাবে মাটি কাটা চলছে বহাল তবিয়তে। আরও জানা যায় এর মধ্যে বেশ কিছুটা জমি ওয়াকফ সম্পত্তি। জঙ্গিপুর পুরসভার বালিঘাটার প্রয়াতা সামসুন্নেশা খাতুনের প্রায় ২৭৫ বিঘা সম্পত্তি ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে খিদিরপুর মৌজার (শেষ পৃষ্ঠায়)

খাদ্য সরবরাহ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

সাগরদীঘি : স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ পরিদর্শক সুনীল পালের বিরুদ্ধে এম আর ডিলাররা দুর্নীতির অভিযোগে সোচ্চার হলেও ভয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারছেন না। ক্ষুব্ধ এম আর ডিলাররা গোপনে জানান, সরবরাহ পরি-দর্শককে প্রতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০১ সাল।

॥ কোন্ রহস্য ? ॥

সারা ভারতের চিরকালীন নয়নমণি নেতাজী। তিনি নয়নমণি প্রত্যেক সাধারণ ভারতবাসীর—যাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক ফায়দা লুটিবার ধান্দা নাই। সম্প্রদায় নির্বিশেষের তিনি পরমপ্রিয়। এই কারণেই তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ার প্রচারকে কেহই মানিয়া লইতে পারেন নাই যেহেতু ইহা প্রমাণনির্ভর ছিল না।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২ এর ২৩ জানুয়ারী নেতাজীকে মরণোত্তর ভারতরত্ন খেতাব দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহা কেহই মনেপ্রাণে মানিয়া লইতে পারেন নাই। বরং সর্বত্র একটা ধিক্কারবাণী শুনা গিয়াছিল। যেহেতু নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অদ্যাবধি উপযুক্ত প্রমাণ জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারে নাই, তাই মরণোত্তর ভারতরত্ন খেতাব প্রদান করিতে সরকারের উদ্যোগ চরম নিন্দিত হইয়াছিল।

আর সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরত্ন খেতাব প্রদানের ব্যাপারটি বাতিল করিয়া দিলেও বিষয়টি থামিয়া থাকে নাই। মামলা পাকিয়া উঠিল কলিকাতা হাইকোর্টে এবং বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে। কলিকাতা হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন তাঁহার রায়ে বলেন যে, যাহার ভিত্তিতে নেতাজীকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার জন্য সরকারকে নেতাজীর মৃত্যুসংক্রান্ত প্রামাণ্য নথিপত্র কোর্টে দাখিল করিতে হইবে। তাহার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আইন ও সংবিধানের কিছু ধারা তুলিয়া নথিপত্র আদালতে দাখিল না করিবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে প্রার্থনা জানান। সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাকে হাইকোর্ট হইতে সুপ্রিম কোর্টে সরাইয়া আনিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং নেতাজী-মৃত্যুর প্রামাণ্য নথিপত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে পেশ করিতে হইবে কিনা, আগামী ২৬শে জুলাই শুনানির পর সেই সম্পর্কে রায় প্রদান করা হইবে বলিয়াছেন।

নেতাজীর বিষয়ে বরাবরই একটা 'ঢাক গুড় গুড়' ব্যাপার শুনা গিয়াছে। যদিচ ভারতের এই প্রাণপুরুষ 'কুইসলিং', 'তোজোর কুকুর' বলিয়া তাহার স্বদেশবাসীর এক অংশের দ্বারা একদা অভিহিত হইয়াও আজ তাহাদেরই দ্বারা প্রশংসিত হইতেছেন এবং যদিচ তাঁহার মৃত্যুসংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশে বর্তমান নেতৃত্বের বিরাট অনীহা, তবু ভারতের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ে তাঁহার আসন অক্ষয় হইয়া আছে। ক্ষমতার আধিকারী হইয়া যাঁহারা আজ ভারতবাসীকে তাঁহাদের প্রিয় নেতার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাইতে অনিচ্ছুক, মনুষ্যত্বের দরবারে তথা অপরাপর স্বাধীন দেশের জনগণের কাছে তাঁহারা কী জবাবদিহি করিবেন, তাহা ভাবিবার আছে।

২৬ জুলাইয়ের পরবর্তী সময়ের জন্য সকলকে অধীর প্রতীক্ষা লইয়া থাকিতে হইবে।

রুদ্ধশ্বাস নাটকের পর কংগ্রেসের হান্নান সাহেব সেক্রেটারী

সাগরদীঘি : অনেক জল ঘোলার গত ৩০ মার্চ বোখারা হাই স্কুলে সেক্রেটারী নির্বাচন শেষ হল। এই স্কুলের পরিচালন কমিটিতে অভিভাবকবৃন্দের ভোটে সি পি এম এর দু'জন এবং কংগ্রেসের (আই) দু'জন প্রার্থী জিতেছিলেন। স্কুলের টিচিং ষ্টাফ নিজেদের সুবিধার্থে চেয়েছিলেন তাঁদের মনোমত লোকই সেক্রেটারী হোক। নির্বাচিত সদস্য-দের মধ্যে কেউই তাঁদের মনোমত ছিল না। তাই সেক্রেটারীর সন্ধান চলে—অন্য কোথাও অন্য কোনখানে।

বর্তমান বোখারা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে। তাই তারা গোপনে কংগ্রেসের ব্লক স্তরে যোগাযোগ করে নির্দেশ আনে পঞ্চায়েত সদস্য আবদুস সামাদ সাহেবকে সেক্রেটারী করার জন্য। এধারে কংগ্রেসের আরেক গোষ্ঠী চায় তাদের মনোমত প্রার্থী জালালউদ্দিন সাহেব সেক্রেটারী হোক। কংগ্রেসের এই অন্তর্কলহে নাটক জমে যায়। অবস্থা বেগতিক বুঝে কংগ্রেসের ব্লক স্তরের নেতারা তাদের পছন্দসই প্রার্থীর নাম উঠিয়ে নেন।

এইভাবে নানা জল্পনা-কল্পনা আর টালবাহানায় দুটি মাস কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের দিন হাজির হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেক্রেটারী হিসাবে জালালউদ্দিন সাহেবের নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কোনো সমর্থন জোটে না। কংগ্রে সর নির্বাচিত সদস্য আবদুল হান্নান সাহেব চুপচাপ বসেই রইলেন। অগত্যা বল চলে গেল সি পি এম এর দিকে। সি পি এম এর রসুল আমিন মোল্লা সাহেবের নাম ঘোষণা করা হলে কংগ্রেসের আবদুল হান্নান সাহেব তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেন। মোল্লা সাহেব নিজের দলেরও পূর্ণ সমর্থন পান।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় পড়েন বিপাকে। এ রকম অবস্থায় মোকাবিলার পথ তাঁর জানা নেই বলে ঘন ঘন গোপন বৈঠকে বসেন। পার্টির লোকেদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ফিসফাস, শলা-পরামর্শ। দু'এক ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাস নাটকের পর সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত সদস্য আবদুল হান্নান সাহেবের নাম ঘোষণা ও সমর্থন করে নাটকের যবনিকাপাত ঘটে। এখানে আরো উল্লেখ থাকে যে সি পি এম সদস্যরাও তাঁকে সমর্থন করেন।

বৈশাখের বর্ণময় দিন

আবদুর রাকিব

বাংলা নববর্ষের পেছনে ইতিহাসের ইশারা মেলে। মধ্যযুগের ইতিহাস। মুঘল সম্রাট আকবরের ইতিহাস। যে চলমান জগতে আমাদের বাস, তার একটা স্পষ্ট পরিজ্ঞান ইতিহাস দাবি করে। ড. বি, এন, পাণ্ডে বলেন, 'History requires imagination, yet it is not a mere romance. History demands philosophical background, yet it cannot be achieved by philosophic speculation. History rests on the belief that we are the products of our past and that it is desirable and necessary that we should know how we have come to be, what we are.' (Islam and Indian Culture)

ইতিহাসে কল্পনার প্রশ্রয় আছে—যদিও সে কল্পনা রোমান্টিক নয়। দর্শনও আতিথ্য পায়, যদিও দার্শনিক সিদ্ধান্ত তার প্রতিপাদ্য নয়। আমরা অতীতের সম্ভার। আর আমাদের হয়ে ওঠাটাই ইতিহাস।

কল্পনা করতে পারি, মানুষের যে সত্তা অবিনশ্বর, তা স্থান-কাল-পাত্রকে, জাতি-ধর্ম-বর্ণকে উপেক্ষা করে না। তাকে অবধারণ করে। তারপর আনন্দময় অস্তিত্বের জন্য, সে সবকে অতিক্রম করে যায়। অতি-ক্রমনের ঘটনাবহুল ক্রিয়া-প্রয়াসই ইতিহাস। কল্পনা করতে পারি, একদিন দূর অতীতে, সেই মুঘলযুগে হিন্দু ও মুসলিম মানসে দার্শনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল, যেমন করে পালে হাওয়া লাগে। আর সহবস্থানের অন্তরায়িত আবেগে ঐ দুটি সমাজ পরস্পরের ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়া ডিঙিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল এক আশ্চর্য মিলন মঞ্চে। তাকেই বলি সমাজ জীবনের সমন্বয়। ধর্ম আলাদা হলেও মুসলিমরা যে সমাজ-জীবনযাপন করতেন, তা আরব কিংবা ইরান-তুরানের নয়, তা ভারতের। সামাজিক দেয়া-নেয়ায় সৈয়দ মিশেছে ব্রাহ্মণের (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে কংগ্রেসের থানা ঘেরাও

ফরাক্কা : সম্প্রতি আঁধুয়া গ্রামে কংগ্রেস কর্মী সুখু সেখকে গুলি করে হত্যা এবং ফরাক্কা ব্লকে সর্বত্র চুরি ছিনতাই বেড়ে চলেছে—এর প্রতিবাদে ও দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে গত ৩ মে ব্লক যুব কংগ্রেসের মাইনুল হকের নেতৃত্বে স্থানীয় থানা ঘেরাও করা হয়। থানা অফিসারকে একটি স্মারকপত্রও পেশ করে ঘেরাওকারীরা।

মেয়েলী বচসার পরিণামে একজনের স্বামী খুন

সাগরদীঘি : গত ২৯ এপ্রিল এই থানার যুগোর গ্রামের মালেক অস্তরকে কয়েকজন মিলে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করে বলে জানা যায়। খবর মাস কয়েক আগে প্রতিবেশী তোতার স্ত্রীর সঙ্গে অস্তর স্ত্রীর মেয়েলী বচসার সময় অস্তর স্ত্রী তোতার স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। তারই বদলা নিতে গত ২৯ এপ্রিল অস্তর স্ত্রীর উপর তোতার স্ত্রী পালটা আক্রমণ চালায়। সন্ধ্যেয় অস্তর ঘরে এলে তাঁর স্ত্রী সব কিছু জানায়। অস্তর প্রতিবাদ জানাতে তোতার বাড়ী গেলে তোতা কয়েকজনকে নিয়ে অস্তরকে আক্রমণ করে ও ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। পুলিশ এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এম ডি গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মীরা তাঁদের ও ওভারল্যাণ্ডের সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থার আবেদন জানান বলে খবর। শাখা অফিসের কর্মকর্তারা জানান প্রশাসন জানিয়েছেন ওপর থেকে তাঁরা নির্দেশ পেয়েছেন ওভারল্যাণ্ডের সম্পত্তি রক্ষায় যত্নবান হবার। উল্লেখ্য এই কোম্পানীর মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে একটি বড় হোটেল, পলষণ্ডায় একটি মোটেল রয়েছে। ওভারল্যাণ্ডের স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান আমানতকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাঁদের আমানতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। কিন্তু 'ঘরপোড়া গরু' যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়, তেমনি স্থানীয় আমানতকারীরাও ভীত সন্ত্রস্ত, কেননা এই শহর থেকেই তাঁদের বোকা বানিয়ে ফেভারিট, ব্যানিয়ান, অরুণোদয় প্রভৃতি কোম্পানী সরে পড়েছে। এমন কি স্থানীয় মালিকানায় গঠিত 'শর্মিষ্ঠা' ফাইনান্সও কিছুদিন পূর্বে পাততাড়ি গুটিয়েছে। উল্লেখ্য শর্মিষ্ঠার ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্থানীয় দুই যুবক, তবুও আমানতকারীদের শেষ রক্ষা হয়নি। প্রশাসন তাঁদের টিকিও ছুঁতে পারেননি। এক্ষেত্রেও সেই পরিণাম হবে না তো?

বৈশাখের বর্ণময় দিন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে, মুঘল পাঠান মিশেছে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে। শেখ মিশেছে বৈশ্যের সঙ্গে। মুসলিম কারিগর-মিস্ত্রী, হস্তশিল্পী, শ্রমিকের যোগ ঘটেছে ভারতীয় শূদ্রের সঙ্গে। পোশাক, অলঙ্কার, দৈনন্দিন জীবন-সারণি ইত্যাদি সব কিছুই হয়ে উঠেছে ভারতীয়। নিশ্বাত, হলদি, মেন্দি, তেল, মান্দুয়া, বরাত, জালোয়া, কঙ্গন —ইত্যাদি মুসলমানী বিয়ের রীতি-নীতি উঠে এসেছে হিন্দু রীতি থেকে। মুহরমের সমীভবন ঘটেছে দশেরায়। শবেবরাত শিবরাত্রিতে। রমযান ও ঈদ নবরাত্রায়। মেলায়, পরবে, পার্বনে হিন্দু-মুসলিম সব একাকার। হোলিতেও এবং মুহররমেও।

আর এভাবে মাখামাখি হয়েছে ভাষার ক্ষেত্রেও। আগে ছিল 'হাট'। মুসলিমরা বসাল 'বাজার'। হল 'হাট-বাজার'। আগে ছিল 'ধন'। এল 'দৌলত'। হল 'ধন-দৌলত'। আগে ছিল 'লজা'। এল 'সরম'। হল 'লজ্জা-সরম'। এভাবে 'চালাক-চতুর', 'কাণ্ড-কারখানা', 'লোক-লস্কর', 'শাক-সবজী' 'ঝড়-তুফান', 'মুটে মজুর', 'হাসি-খুশি'—ইত্যাদি। 'সাল' (বৎসর)-'তারিখ'ও মুসলিমদের। এই প্রক্রিয়ায় একদিন আদালতের সংস্পর্শে 'হিজরী' সন (মহানবী (সাঃ) এর মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করা বা উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাওয়া থেকে যে সনের উৎপত্তি, তাই হিজরী সন।) বাংলা সন রূপে প্রচলিত হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে আদালতের বাইরে এসে নওরোজ বা নববর্ষ হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি আকাশ থেকে পড়ে না। মানুষের হৃদয়বৃত্তিই এর উৎস। গোপাল হালদার যেমন বলেন যে 'মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির ওপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।' কিছু সংস্কৃতি বলতে আমি সমসাময়িক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অভিমতকে বেশি পচ্ছন্দ করি। 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা ; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা....বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

১লা বৈশাখ বা নববর্ষ আমাদের সেই প্রবলভাবে গভীরভাবে বাঁচার এক রম্য প্রয়াস। বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচার এক মহৎ উদাহরণ। এখানে ধর্ম আছে, আছে 'শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ' বা 'এলাহী ভরসা', কিন্তু ধর্মের গণ্ডী নেই। তার বাইরে গড়ে উঠেছে বৃহত্তর সমাজ-সংস্কৃতি। একজন স্বর্ণকার বিশ্বকর্মার পূজা করতে পারেন। সেটি হতে পারে তাঁর ধর্মীয় সংস্কৃতি, কিন্তু তিনি যখন বোশেখের প্রথম দিনটিতে খাতা মহরতের উৎসব করেন, রঙিন আমন্ত্রণ পত্র পাঠান তাঁর খদ্দের-বন্ধুদের কাছে, তখন তা সমাজ-সংস্কৃতি। ঐ রঙিন পত্রগুলি ভালবাসা ও প্রীতির রঙেই রঞ্জিত। আবার ফিরে আসি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা'য়। তিনি বলেন, 'জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রেমের। সংস্কৃতিবান হওয়া মানে প্রেমবান হওয়া।'

নববর্ষ আমাদের হিসেবের কড়ি বুঝিয়ে নেওয়া। বেহিসেবী বাড়তি আনন্দের পসরা সাজায়। আর্থিক লেনদেনের স্বার্থ-গন্ধী সচেতনতাকে সাময়িকভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর মানুষকে তার চিরন্তন সত্তার কাছে ফিরিয়ে দেয়, জাগিয়ে দেয়। কিছু মিষ্টানের ঠোঙা বা প্যাকেট আর রঙিন ক্যালেণ্ডার হাতে নিয়ে চিরচেনা মানুষগুলি প্রাত্যাহিকতার পাঁচিল ভেঙে উৎসবের পুষ্পিত পথে নেমে আসে। শুরু হয় এক অভিনব মিছিল। সে মিছিল উচ্চকিত শ্লোগান-নাদী নয়, অনুচ্চারিত আবেগ ও আনন্দের হিল্লোলে অনুত্তাল। অনুত্তাল—কিন্তু রসঘন, প্রীতিঘন। অন্তরায়িত। পলকে পুলক জাগার পথ-অনুষ্ঠান। ঐ মিছিলে সামিল হয়ে এক-এক সময় শপথ নেবার শখ হয়—সামনের সুদীর্ঘ পথ এমনিভাবে হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দিত করবই। কেন না, আমি জানি, আমাকে, আপনাকে—আমাদের সবাইকে প্রবলভাবে, গভীরভাবে, বুকে বুক মিলিয়েই বাঁচতে হবে। সংস্কৃতিবান হতে হবে। প্রেমবান হতে হবে।

রাজ্য সরকারী কর্মীদের সম্মেলন

সংবাদদাতা : গত ২৪-২৫ এপ্রিল বহরমপুরে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের (ইউনিফায়েড) প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনে ভাষণ দেন জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অতীশ সিংহ, মায়ারাণী পাল, আবু হেনা, পৌরপিতা প্রদীপ মজুমদার প্রমুখ। বক্তারা গ্রাণ্টহল ময়দানে বিপুল জনসমাবেশে গ্যাটচুক্তির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। গোপন অধিবেশনে ৫১ জনকে নিয়ে নতুন কমিটিতে সভাপতি হন তপন বিশ্বাস ও সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী।

জায়গা বিক্রয়

বালিঘাটা মেন রোডের উপর (দুর্গা মন্দির সংলগ্ন) ও মিঞাপুর তরকারি বাজারের নিকট রাস্তার ধারে জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন।

চুনীবাবু, বালিঘাটা রঘুনাথগঞ্জ।

ফঃ ব্লকের জোনাল সম্মেলন

ফরাক্কা ঃ গত ৩০ এপ্রিল থেকে ৪ মে স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে ফরাক্কা ফঃ ব্লকের জোনাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছায়া ঘোষ, জয়ন্ত রায়, নেজামুদ্দিন আমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধীতা করেন এবং আনন্দবাজারে নেতাজীর মানহানিকর প্রবন্ধের নিন্দা করেন। এছাড়া ফঃ ব্লকের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে রুখবার জন্য নেতারা সমর্থক ও কর্মীদের আহ্বান জানান।

বিচারের বাণী নীরবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি মামলা সোনাটিকুরীর জমি, কাঞ্চন ব্যানার্জী বনাম স্বাধীন ঘোষ স্পেশাল অফিসারের রায়ে কাঞ্চন ব্যানার্জীকে দখল নেওয়ার অধিকার দেওয়া হলেও তিনি সে দখল পাননি। জানা যায় বিবাদী স্বাধীন ঘোষ রায় বার হওয়ার এক মাস মেয়াদের মধ্যে আপীল না দায়ের করলেও জঙ্গিপুরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশবলে জমি দখল করে রাখতে পেরেছেন এবং কাঞ্চন ব্যানার্জী আদালতে দেওয়া তাঁর রায়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অন্যদিকে ঐ আইনেই আর একটি মামলায় শিশিরকুমার বিশ্বাস বনাম আবিদা বেগম সাং নাইত রায়ে বাদী শিশির বিশ্বাস জমির দখল পান। আপীলের সময়সীমা মধ্যে বিবাদী আবিদা বেগম আপীল করে স্থগিতাদেশ চান। সেই আপীল মামলা চালু থাকাকালীনই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বাদী শিশিরকুমার বিশ্বাসকে জমি দখল নেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা দেননি বা ব্যবস্থা নেননি বলে খবর।

দুর্নীতির অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

দর্শনী না দিতে পারলে তাঁদের এ্যালটমেন্ট পেতে অস্বাভাবিক বিলম্ব করা হয়। এদিকে এই ব্যবসায়ে বর্তমানে পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় লাভ এত কম যে সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে। তার উপর দর্শনীর চাপ পড়ায় তাঁরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। জেলা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামক এবং জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে এ বিষয়ে সুষ্ঠু প্রতিকারের আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা।

লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

লোকাল পারচেজের ব্যাপারে ষ্টোর কিপাররা কিছুই জানেন না। এমনকি তাঁরা কোন ইনডেন্টও দেননি। তবুও লক্ষাধিক টাকার ওষুধ কেনার আদেশ দেন সুপার নিজেই। অপর দিকে বাসনপত্র কেনার জন্য দেড় লক্ষ টাকা আগেই মঞ্জুরী ছিল। আরোও কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়ে আনা হয়। কর্মীদের চাপে সুপার সঞ্জীব ঘোষ ওষুধ কেনার টেন্ডারটি বাতিল করে দিলেও বাসন বা যন্ত্রপাতি কেনা হয়ে যাওয়ায় তা বাতিল করা সম্ভব হয়নি। আর এক খবরে জানা যায়, ডায়েটের মঞ্জুরী টাকার মধ্যে ১ লক্ষ এ বছরে উদ্বৃত্ত হয়। কিন্তু সে টাকা ফেরৎ না দিয়ে হেড ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ার বেআইনীভাবে ঐ টাকা জেনারেল কনটিনজেন্সি খাতে ব্যয় করেন। ওষুধ কেনা প্রসঙ্গে আরও জানা যায় জেলা রিজার্ভ ষ্টোরে ওষুধ থাকা সত্ত্বেও তা আনার জন্য ইনডেন্ট না করে লোকাল পারচেজে অর্থ তছনছ করা হচ্ছে যখন তখন। সি এম ও এইচ এর মেমো নং ডি ই ভি/৫০৩২ (২)/১ (৫) তাং ২৩-১২-৯৩ এ পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কোন মালপত্র ৫০০ টাকার বেশী কিনতে হলেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে তবেই সুপার তা কিনতে পারবেন। কিন্তু স্থানীয় হাসপাতালে কোন ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছে না। স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ জোনের কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট এ্যাসোশিয়েসন হাসপাতাল সুপারকে এরকম চুপেচাপে লোকাল পারচেজ করার জন্য লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু সুপার তাঁদের ঐ প্রতিবাদে কান না দিয়ে তথাকথিত কয়েকজন নেতার চাপে বা ভয়ে খুশি মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইট ভাটার কাজ চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ২০ একর কৃষি জমিতে ওয়াকফ এষ্টেটের অনুমতি না নিয়েই ভাটা এবং চিমনী ইঁটের জন্য মাটি কাটার কাজ চলছে। খবর, ওয়াকফ এষ্টেটের পরলোকগত মাতোয়াল্লী ঐ সম্পত্তি নাকি স্থানীয় এক ইঁট ভাটা ব্যবসায়ীকে লীজ দিয়ে দেন বেআইনীভাবে। স্থানীয় মানুষেরা এই বেআইনী কাজ বন্ধের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

মন্ডল কমিশনের সুযোগ নিতে নাপিত (O. B. C. No.-144) সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন।

বঙ্গীয় সবিতৃ সমিতি

৬/১-এ, মাধব লেন, কলিকাতা-২৫

(স্বজাতীয় নং ৫৭৬২/৩৭ ভুক্ত গভঃ রেজিষ্টার্ড সমিতি)

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী— কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আপনার সংসারের
ছোট খাটো সমস্যার সমাধানে

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স

গভ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

টিভি, ভিসিপি ভিসিআর ও ফ্রিজের
কনট্রাক্ট বেসিস মেরামত কোম্পানী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবক হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।